নতুন পথে

হরপ্রসাদ সরকার

নতুন পথে

ছোট গল্প

হরপ্রসাদ সরকার

Title: Natun Pothe. Bengali short stories.
© All right reserved by the writer. There is no hard copy of this book. Be aware of pirated copy. Date: 26th July 2016

Riyabutu.com

সূচীপত্র

ঝড়া পাতার কথা.....4

গুপ্ত বিষ.....5

হারুর তিলের তাল.....**Error! Bookmark not defined.**

সখের সুখম.....**Error! Bookmark not defined.**

পারুল.....**Error! Bookmark not defined.**

পিঁপড়ার শিক্ষা.....**Error! Bookmark not defined.**

সুজনহরির বিনা পয়সা.....**Error! Bookmark not defined.**

দুই পথ.....**Error! Bookmark not defined.**

কনকলতা.....**Error! Bookmark not defined.**

দানের পরে.....**Error! Bookmark not defined.**

মূর্খ বিধু.....**Error! Bookmark not defined.**

প্রতিদান.....**Error! Bookmark not defined.**

নিজের বিপদ নিজেই.....**Error! Bookmark not defined.**

ঘাটের অতিথি.....**Error! Bookmark not defined.**

ঝড় নিলাম হাতের মাঝে.....**Error! Bookmark not defined.**

দাদার লন্ঠন.....**Error! Bookmark not defined.**

বাঘ বানর.....**Error! Bookmark not defined.**

ঝড়া পাতার কথা

গ্রামের এক কৃষকের ঘরের ঈশান কোনে একটি আম গাছ ছিল। সেই আম গাছের মগ ডাল থেকে একদিন একটি শুকনো পাতা ঝড়ে পড়ল। হাওয়ায় দুলে দুলে যখন সে নীচে নেমে আসছিল তখন গাছের কিছু সবুজ পাতা তাকে দেখে খুব হাসা হাসি করতে লাগল, তারা তার খুব উপহাস করতে লাগল। ঝড়া পাতাটি নীরবে তা সহ্য করে গেল। হাওয়ায় দুলে দুলে সে সেই কৃষকের ঘরের চালের এক কোনে আটকে গেল। সে ঘরের চালের এমন এক জায়গায় আটকাল সেখান আলো,বাতাস বা জল কিছুই পৌঁছায় না।

দিন গেল, রাত গেল। একদিন গাছের সেই সবুজ পাতাগুলিও একে একে শুকিয়ে গেল, আর শেষে একদিন ঝড়ে পড়তে লাগল। তারা একে একে হাওয়ায় দুলে দুলে ঘরের কোনের সেই ঝড়া পাতাটির সামনে দিয়ে নীচে পড়তে লাগল। সেই ঝড়া পাতাটি যখন তাদের দেখল তখন তেমনি তাদের মত হাসি হাসতে লাগল আর হাত নেড়ে তার বন্ধুদের বিদায় জানাতে লাগল। সে তাদের বলতে লাগল “কি বন্ধু কেমন আছো? কোথায় যাচ্ছ? এই তো সেই দিন তোমারা আমার উপর হেসেছিলে আর আজ কিন্তু আমার হাসির পালা। সময় চিরদিন এক থাকে না বন্ধু। কিন্তু এই কথাটা বুঝার সময় হয়তো আর তোমাদের নেই। আশা করি ধূলার মাঝে, রোদে-জলে খুব তারাতারিই তোমাদের শ্রীইতি হবে। আর আশা করি আমি অন্তত আরে বছর দুই-তিন খুব সুখেই এখানে থাকতে পারব।” ঝড়াপাতাগুলির আজ আর কিছু বলার ছিল না। তারা মাথা হেট করে একে একে ধূলার মাঝে লুটিয়ে পড়ল।

গুপ্ত বিষ

একটি ভ্রমর ছিল নিধু। ভ্রমরদের রাজা ভ্রমরগুপ্ত নিধুর জন্য দুটি ফুল বাগান ঠিক করে দিয়েছেন। নিধু সেই ফুল বাগানের ফুলে ফুলেই আপন মনে উড়ে বেড়াত। ফুলদের সাথে গান করে, হেসে খেলে তার দিন কাটত।

একদিন ভোরে নিধু যখন তার ফুল বাগানে এল তখন সে অবাক হয়ে দেখল দুটি ফুল বাগানেই অনেক ফুল মরে পরে আছে। যেন একটা বিষের হাওয়া বয়ে গেছে ফুল বাগানে। নিধু খুব দুঃখ পেল। সে সারা দিন ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াল কিন্তু বুঝতে পারল না কেন এমন করে এত ফুল এক সাথে মরে পরে আছে।

পর দিন সকালে যখন আবার নিধু তার ফুল বাগানে এল, তখনও সে একই ঘটনা দেখল, অনেক ফুল মরে পরে আছে। যেন কোন বিষধর সাপের ছোঁবলে ছোঁবলে ফুল গুলির প্রান গেল। নিধু সময় নষ্ট না করে উড়ে গেল ভ্রমররাজা ভ্রমরগুপ্তের কাছে। সব কথা খুলে বলল ভ্রমরগুপ্তকে।

ভ্রমরগুপ্ত তার মন্ত্রী-সন্ত্রী নিয়ে উড়ে এলেন সেই ফুলবাগানে। সবাই দেখল চারিধারে তাজা ফুল সব মরে পরে আছে। ভ্রমরগুপ্ত রাজবৈদ্যকে আদেশ দিলেন কারন অনুসন্ধান করতে। রাজবৈদ্য সব মৃত ফুলে উড়ে উড়ে তাদের গন্ধ শুকলেন, তাদের রেনু পরীক্ষা করলেন, আরো কত কি পরীক্ষা করলেন। শেষে তিনি রাজার কাছে উড়ে এসে রাজাকে বললেন "হে মহারাজ, আমি নিশ্চিত যে এই বাগানে কোন গুপ্ত বিষ ফুল আছে। আর তার রেনু নিধু ভ্রমরার পায়ে পায়ে লেগে যেই যেই ফুল ছড়িয়ে পড়েছে সেই সেই ফুল মরনের কুলে ঢলে পড়েছে। এখুনি এই বিষ ফুলটিকে চিহ্নিত

করতে হবে তা না হলে তার প্রভাব অন্য ফুলবাগানেও দেখা দিতে শুরু করবে।”

রাজা তখুনি, সেই ফুল বাগানের এক কোনে এক কাঁঠাল গাছে জরুরী সভা ডাকলেন। সবাই সেখানে বিচার-পরামর্শ করলেন। তারপর সবাই মিলে একটি পরিকল্পনা করল। নিধু ভ্রমরা পরিকল্পনা অনুসারেই কাজ করল। সে আজ ফুল বাগানের কোন ফুলের গায়ে বসল না। সে উড়ে উড়ে প্রতিটি ফুলের কানে কানে বলতে লাগল “বন্ধু! তুমি কি জান এই ফুল বাগানে একটি বিষ ফুল আছে?” তার কথা শুনে প্রায় সব ফুল চমকে উঠল। কয়েকটি ফুল নিধুর বেশ উপহাস করল। তারা বলল “ও সব বাজে কথা। নিধুর মাথা খারাপ হয়েছে।” আবার কয়েকটি ফুল নিধুকে বেশ ধমক দিয়ে, ভয় দেখিয়ে বলল “সে যেন এ কথা আর কক্ষনো মুখে না আনে। এতে ফুলবাগানে এক অশান্তির সৃষ্টি হবে।”

নিধু সব কথা গিয়ে রাজাকে জানাল। রাজা বললেন “যারা অন্যের উপহাস করে তারা কোন দিন কোন কাজের থাকে না। তাই তাদের কথা ভেবে সময় নষ্ট না করাই উচিত। আর যারা নিধুকে ধমক দিয়ে, ভয় দেখিয়ে, সাধু সেজে শান্তির বানী বলল তাদের থেকে সাবধান থাকতে হবে। তারা সৎ এবং দুষ্ট দুইই হতে পারে। কারন সৎ সব সময়ই কঠোর থাকে আর দুষ্টের ছলনার অভাব হয় না।” তাই রাজার আদেশে এই কয়েকটি ফুল ছাড়া নিধু বাকি ফুলগুলিতে সারাদিন ঘুরে বেড়াল। সবাই অবাক হল এই দেখে যে, একটি ফুলের ও আর কোন ক্ষতি হল না।

এবার আসল দুষ্টকে খোঁজার পালা। রাজার আদেশে নিধু উড়ে উড়ে সেই কয়েকটি ফুলের কানে কানে বলতে লাগল “হে সখা, তোমার মাঝে যে মধু